গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ শাখা
www.ssd.gov.bd

স্মারক নং-৫৮.০০.০০০০.০১৪.০৬.০০১.২০-৩৭

তারিখ : ১৯ মাঘ ১৪২৭ / ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২১

বিষয়ঃ ডিসেম্বর, ২০২০ এর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির পর্যালোচনা সভার ডিসেম্বর, ২০২০ এর কার্যবিবরণী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতৎসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনের হার্ডকপি সরাসরি ও সফট কপি (Nikosh font ১৩ সাইজে) ই-মেইল(admin3@ssd.gov.bd)-এ প্রশাসন-৩ শাখায় **১১.০২.২০২১ তারিখের মধ্যে** প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত: সভার কার্যবিবরণী

০২.০২.২০২১
(মোঃ আবদুল কাদির)
উপসচিব
ফোনঃ +৮৮০২-৪৭১২৪৩৫৯
ই-মেইলঃ admin3@ssd.gov.bd

বিতরণঃ

সুরক্ষা সেবা বিভাগঃ

১. অতিরিক্ত সচিব .....(সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
২. যুগ্মসচিব .....(সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
৩. উপসচিব .....(সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
৪. সিনিয়র সহকারী সচিব .....(সকল),সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
৫. প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা। ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার অনুরোধসহ; এবং
৬. সহকারী সচিব.....(সকল),সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

অধিদপ্তরসমূহ :

১. মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা;
২. মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা;
৩. মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা;
৪. কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা এবং
৫. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, এজিবি ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

স্মারক নং-৫৮.০০.০০০০.০১৪.০৬.০০১.২০-৬৭

তারিখ : ১৯ মাঘ ১৪২৭ / ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২১

অনুলিপিঃ

১. সচিব-এর একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা;
২. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

(মোঃ আবদুল কাদির)
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৩ শাখা
www.ssd.gov.bd

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির ডিসেম্বর, ২০২০-এর সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ শহিদুজ্জামান, সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
তারিখ ও সময় : ২৬ জানুয়ারি ২০২১, সকাল : ১০.৩০ মিনিট
স্থান : সুরক্ষা সেবা বিভাগ (জুম অনলাইন)

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা অনুযায়ী এ বিভাগের চলমান প্রকল্পসহ মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহে প্রদত্ত সেবার গুণগতমান বজায় রেখে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সহিত অর্পিত দায়িত্ব পালনের উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন। সভাপতি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় উপস্থাপন করার জন্য অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)-কে অনুরোধ করেন।

২। আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ :

ক্র.	আলোচ্যসূচি	সিদ্ধান্ত	মন্তব্য
২.১	গত সভার (নভেম্বর, ২০২০) কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ।	নভেম্বর, ২০২০-এর সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	

	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
২.২	**মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (২০.০১.১৯ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ):**		
	নির্দেশনা-১ : আন্ত: সংস্থার সমন্বয়ে মাদক পাচারকারী, ব্যবসায়ী, সেবনকারী, মজুতকারীর বিরুদ্ধে মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে, মাদকবিরোধী প্রচারণা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং এ বিষয়ে সকল শ্রেণি/পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'মর্ডানাইজেশন অফ ডিএনসি' প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ ডিসেম্বর, ২০২০** ক্র. | গৃহীত কার্যক্রম | পরিসংখ্যান ১. | আলোচনা সভা | ৫৩২টি ২. | মাদকবিরোধী অভিযান | ৮,৫৫৬টি ৩. | মামলার সংখ্যা | ২,৫৪৮টি ৪. | আসামির সংখ্যা | ২,৬৭১ জন	• মাদকের বিরুদ্ধে চলমান অভিযান অব্যাহত রাখা; • মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সারাদেশে মাদকবিরোধী সভা-সমাবেশ, সেমিনার, সাইনবোর্ড, এলইডিবিলবোর্ড স্থাপন ও টিভি ফিলার প্রদর্শন ইত্যাদি প্রচারণামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; • অন্যান্য স্থানের মতো দেশের কারাগারগুলোতেও মাদকঅনুপ্রবেশ বন্ধের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণসহ মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; • শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসহ সকল প্রকার গণমাধ্যমে মাদকবিরোধী প্রচার-প্রচারণা আরো জোরদার করা।	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।**

ক্র.	আলোচ্যসূচি	সিদ্ধান্ত	মন্তব্য
	নির্দেশনা-২ : মাদকাসক্তদের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তেজগাঁওস্থ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রকে ট্রেনিং সুবিধাসহ পূর্ণাঙ্গ নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে রূপান্তর করাসহ পর্যায়ক্রমে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষিত সকল জেলায় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন ও বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহকে কঠোর নজরদারির মধ্যে আনতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ** •কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের নিমিত্ত পুনর্গঠিত ডিপিপি ০১.১২.২০২০ তারিখে এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিভাগ হতে ২২.১২.২০২০ তারিখে ডিপিপিটি	•কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের ডিপিপির বিষয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখা। • Modernisation of DNC প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত সংশোধন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা। •১০০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও এখনো সম্পন্ন করা হয়নি; এ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা;	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।**

	পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। •Modernisation of DNC-প্রকল্পের ডিপিপি ০৯.০৯.২০২০ তারিখে পাওয়া গেছে। ২৭.১০.২০২০ তারিখে যাচাই-বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। •'৪টি বিভাগীয় শহরে (রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট ও চট্টগ্রাম) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পটির সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবের (আরডিপিপি) সভা ২৬.০৮.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের স্থাপনার বরিশাল, সিলেট ও রাজশাহী বিভাগে নির্মাণকাজ চলমান। বরিশাল বিভাগে ছাদ ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে, বর্তমানে প্লাস্টারের কাজ চলছে। •৬২ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকার ডোপটেস্ট প্রকল্প অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ২৭.০৯.২০২০ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। •মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল) বিধিমালা, ২০২০ যাচাই-বাছাইয়ের লক্ষ্যে ২৫ নভেম্বর ২০২০ তারিখে ১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিষয়টি চূড়ান্তকরণে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে ১২.০১.২০২১ তারিখে ১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। • লাইসেন্স, পারমিট ফিস ও মাদকশুল্ক বিধিমালা-২০২০ এ বিভাগে ০৩.১২.২০২০ তারিখে পাওয়া গেছে। বিষয়টি চূড়ান্তকরণে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে ১৩.০১.২০২১ তারিখে ১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। • বরিশালসহ ৭টি জেলা কার্যালয় নির্মাণের জন্য সব কার্যালয় হতে ডিজিটাল সার্ভে রিপোর্ট পাওয়া গেছে। জেলা কার্যালয় নির্মাণের জন্য মাস্টার প্লান ও নকশা প্রণয়ন করার নিমিত্তে ডিজিটাল সার্ভে রিপোর্টসমূহ ৩১.১২.২০২০ তারিখে স্থাপত্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। •৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি কেন্দ্র স্থাপনের পুনর্গঠিত ডিপিপি ১২.১১.২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ৪৪টি জেলায় ৩৫২টি অসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র আছে।	•চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেট ও রাজশাহী বিভাগে টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন প্রকল্পের ৩য় তলার ভবনের ৪র্থ ও ৫ম তলার উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা। •ডোপটেস্ট প্রকল্প অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখা। •ডোপটেস্ট ও অ্যালকোহল বিধিমালা লেজিসলেটিভ বিভাগের মতামত অনুযায়ী দ্রুত পূনর্গঠন করে এ বিভাগে প্রেরণ করা। •বৃহত্তর জেলাসমূহে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন করার ডিপিপি পিডব্লিউডি-এর সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত সম্পন্ন করা। • মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রকল্প প্রণয়ন দ্রুত শেষ করতে প্রয়োজনে টেকনিক্যাল কমিটি গঠনপূর্বক ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা। •অ্যালকোহল নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা দ্রুত চূড়ান্ত করা। •লাইসেন্স পারমিট ফিস ও মাদকশুল্ক বিধিমালা, অ্যালকোহল নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা প্রণয়ন কার্যক্রমে আর্থিক সংশ্লেষের বিষয়টি দ্রুত অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা। •বরিশালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়ের নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য নকশা ও মাস্টার প্ল্যান দ্রুত সম্পন্ন করা। •৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের পুনর্গঠিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখা। •যে সকল জেলায় বেসরকারি পযায়ে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নেই সে সকল জেলায় বেসরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলায় আর্থিকভাবে স্বচ্ছল উদ্যোক্তাকে উৎসাহিত করা; একই সাথে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়কে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা ও ফলো আপে রাখা।	
	নির্দেশনা-৩ : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে প্রশিক্ষণ একাডেমির জন্য কুষ্টিয়া জেলায় প্রাথমিকভাবে ২০ একর জমি নির্বাচন করা হয়েছে। অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া এখনো সম্পন্ন হয়নি।	•ডিএনসি-এর জন্য প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণকল্পে জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা;	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান**

<table>
<tr><td></td><td>নির্দেশনা-৪ : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।
• প্রশিক্ষণ একাডেমির জন্য কুষ্টিয়া জেলায় প্রাথমিকভাবে ২০.৩৪৮০ একর জমি নির্বাচন করা হয়েছে। অধিগ্রহণের নিমিত্ত প্রশাসনিক অনুমোদন চেয়ে এ বিভাগে ৩১.১২.২০২০ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।</td><td>বাস্তবায়িত</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">২০.০১.১৯ তারিখের পূর্বের নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা :</td></tr>
<tr><td></td><td>• নির্দেশনা-১ : সোনা /মাদক/অস্ত্র/ শিশু ও মানবপাচার এর বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখা।

• অক্টোবর, ২০২০ হতে ডিসেম্বর, ২০২০-এর সময়ের অভিযান নিম্নরূপ:
<table><tr><th>মাসের নাম</th><th>অভিযান সংখ্যা</th></tr><tr><td>অক্টোবর, ২০২০</td><td>৬,৭২৯</td></tr><tr><td>নভেম্বর, ২০২০</td><td>৬,৮৮০</td></tr><tr><td>ডিসেম্বর, ২০২০</td><td>৮,৫৫৬</td></tr><tr><td>মোট=</td><td>২২,১৬৫</td></tr></table>• প্রতি পাক্ষিকে সিসাবারসমূহে টাস্কফোর্সের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।
• ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এ পর্যন্ত ২৪টি আবেদনপত্র পাওয়া গেছে এবং ৮টি বারের লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।</td><td>• সিসাবারসহ মাদকের বিরুদ্ধে টাস্কফোর্সের অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখা;
• সীসাবারসমূহ হতে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নমুনা সংগ্রহ করে তা রাসায়নিক পরীক্ষাগারে যাচাইপূর্বক ফলাফল এ বিভাগে প্রেরণ অব্যাহত রাখা;
• চলতি অর্থবছরে এ পর্যন্ত বার লাইসেন্স বিষয়ে প্রাপ্ত আবেদনপত্র, পেন্ডিং ও ইস্যুকৃত লাইসেন্স বিষয়ক তথ্যাদি মাসিক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করা;
• এসংক্রান্ত কোর কমিটির সভায় তথ্যাদি উপস্থাপন করা এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
• অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে প্রদেয় মামলাসমূহে সার্বিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনতে পেন্ডিং মামলার সংখ্যা সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা।</td><td>মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।</td></tr>
<tr><td></td><td>নির্দেশনা-২ : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর অধীন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দাবিকৃত রেশন ও ভাতার বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে হবে।</td><td>বাস্তবায়িত</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>নির্দেশনা-৩ : এনজিও পরিচালিত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মাধ্যমে যাতে মাদক দ্রব্যের বিস্তার না ঘটে সেজন্য এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাযথ নজরদারির আওতায় আনা।

• ডিসেম্বর, ২০২০-এ ৩২টি বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়েছে।
• বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর জন্য সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন চূড়ান্ত করা হয়েছে। ৯১টি নিরাময় কেন্দ্রের প্রতিনিধিদের অনুকূলে ৯৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে।</td><td>• বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহের পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনের অনুলিপি এ বিভাগের এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করা।
• বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর জন্য সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত চূড়ান্ত করা।</td><td>মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।</td></tr>
<tr><td></td><td>নির্দেশনা-৪ : ডিসি-ডিএম সভার অনুরূপ মিয়ানমারের সাথে ইয়াবাসহ অন্যান্য দ্রব্য পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে উভয় পক্ষের তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিনিধিদের আলোচনা শুরুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।

• বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে এ পর্যন্ত ৩টি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।
• মিয়ানমারের সঙ্গে ৪র্থ দ্বিপাক্ষিক সভা ১৫ ডিসেম্বর, ২০২ তারিখে Zoom Platform-এ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
• ডিসি-ডিএম পর্যায়ে বৈঠক চলমান প্রক্রিয়া। তবে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে ডিসি-ডিএম পর্যায়ে বৈঠক আপাতত: বন্ধ রয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ডিসি-ডিএম পর্যায়ে বৈঠক নিয়মিত করা সম্ভব হবে।</td><td>• মিয়ানমারের সাথে ইয়াবাসহ অন্যান্য মাদকদ্রব্য পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠানের দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করা। ভারত ও মিয়ানমার-এর সাথে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে যোগাযোগপূর্বক ত্রিপক্ষীয় বৈঠকেরও উদ্যোগ গ্রহণ করা।
• ডিসিডিএম পর্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা।</td><td>মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।</td></tr>
</table>

	নির্দেশনা-৫ : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০১৮ যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ। • মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০-এর খসড়া মন্ত্রিসভার বৈঠকে চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়। উক্ত খসড়াটি মহান জাতীয় সংসদে উত্থাপনের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ কার্যক্রম চলমান আছে।	**বাস্তবায়িত**	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।**
২.৩	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরঃ** **২০.০১.১৯ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা :**		
	নির্দেশনা-১: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। • ডিপিপি পুনর্গঠনপূর্বক ০৭.০১.২০২১ তারিখে এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	• ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধিকল্পে প্রকল্প কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা। • ডিপিপি প্রণয়ন চূড়ান্তকরণের জন্য একটি সভা করে পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ/প্রস্তাব মতে ডিপিপি সংশোধন করে দ্রুত প্রেরণ করা ।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান/অনুবিভাগ প্রধান উন্নয়ন।**
	নির্দেশনা-২ : গ্যাপ-এরিয়া এবং গ্রোথ সেন্টারসমূহে স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন চালু করতে হবে। প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নকালে লোকবলের সংস্থান রাখতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে লোকবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ এমনভাবে প্রদান করতে হবে যাতে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই উহা চালু করা যায়। • ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম এখনো সম্পন্ন হয়নি। • ৫০টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি এখনো সম্পন্ন হয়নি। • ডিপিপি পুনর্গঠন এখনো সম্পন্ন হয়নি।	• দেশের উত্তরাঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৪৪টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প, দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫০টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প এবং দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে (ঢাকা বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প তিনটির ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা; • গণপূর্ত অধিদপ্তরে ডিপিপি অনুমোদনের বিষয়ে ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৩ : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে। • ১০০.৯২ একর জমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে ২৪৮ কোটি ২১ লক্ষ ৭ হাজার টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ৩০.০৯.২০২০ তারিখে যৌথ তদন্ত সম্পন্ন হয়েছে। • অধিগ্রহণ প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জ কর্তৃক ২৬.১১.২০২০ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।	• ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা। • জমি অধিগ্রহণের জন্য আর্থিক সংস্থানের বরাদ্দ রাখতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৪ : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিদ্যমান পদসমূহের নাম পরিবর্তন এবং জেলা পর্যায়ের ১০ম গ্রেডের পদসমূহ ৯ম গ্রেডে উন্নীত করার বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে। • চাহিত তথ্যাদি অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	• ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৫ : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আওতায় স্পেশালাইজড ইউনিট গঠন করতে হবে; যানবাহনের গ্যাস সিলিন্ডার পরীক্ষাপূর্বক ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়টি বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক	• ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আওতায় স্পেশালাইজড ইউনিট গঠন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি মাসিক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করা;	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি**

	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। • ২০.১০.২০২০ তারিখে এ বিভাগ কর্তৃক প্রকল্পটি ২০২০-২১ অর্থবছরের নিম্ন অগ্রাধিকার তালিকায় অর্ন্তভুক্ত থাকায় ডিপিপিটি ফেরত পাঠানো হয়েছে। প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত হওয়ায় ২০২০-২১ অর্থবছরে উচ্চ অগ্রাধিকার তালিকায় অর্ন্তভুক্ত করার জন্য ১১.১১.২০২০ তারিখে এ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। অগ্রগতি এখনো পাওয়া যায়নি। • সাংগঠনিক কাঠামোতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ও ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার পদ অর্ন্তভুক্ত করার প্রস্তাবনা রয়েছে।		অনুবিভাগ প্রধান।
	২০.০১.১৯ তারিখের পূর্বের নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা :		
	নির্দেশনা-১ : নানা রকম দুর্ঘটনা, ভূমিকম্প এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে যে সকল ইক্যুইপম্যান্ট সরবরাহ করা হয়, একই ইক্যুইপম্যান্ট যেন এফএসসিডি কর্তৃক সংগ্রহের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ না করা হয়, সে বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে মডার্নাইজেশন অব ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স (ফেইজ-২) প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম সম্পন্ন করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-২ : বন্যা/দুর্যোগ মোকাবেলা এবং শিক্ষার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে দুর্যোগপ্রবণ উপজেলায় স্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্র-কাম-পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন এবং একই প্রকৃতির এলাকার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের অর্গানোগ্রামে একটি ডুবুরি দল অন্তর্ভুক্তকরণ। • ডুবুরি পদে ২২৪টি পদ সৃজনের প্রস্তাব ২৩.১২.২০১৯ তারিখে পুনরায় অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হলে অর্থ বিভাগ অসম্মতি জ্ঞাপন করে। • ১৬.০১.২০২০ তারিখে ২য় বার অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। ৩য় বার প্রস্তাব প্রেরণ কার্যক্রম চলমান। • ডুবুরি পদ সৃজন বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগ এর সচিব মহোদয়ের সাথে এ বিভাগের সচিব মহোদয়ের সাক্ষাৎ সূচির তারিখ নির্ধারণে ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত আছে। • অগ্নিনির্বাপণের ক্ষেত্রে সহায়ক হিসেবে পানির উৎস, সরকারি জলাশয়/পুকুরের তথ্য সম্বলিত ম্যাপিং (টপগ্রা/ফি) প্রতিটি ফায়ার স্টেশনে সংরক্ষিত আছে।	• অর্থ বিভাগে প্রেরিত প্রস্তাব অনুমোদনের বিষয়ে ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখা। • ডুবুরি পদ সৃজন বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগ-এর সচিব মহোদয়ের দপ্তরের সাথে আলোচনাক্রমে মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সসহ এ বিভাগের সচিব-এর ১টি সাক্ষাৎসূচির তারিখ নির্ধারণে ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখা। • প্রতিটি জেলায় সরকারি জলাশয়/পুকুরের পানি যেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর কর্মীগণ কর্তৃক অগ্নিনির্বাপণ কাজে ব্যবহার করা যায় সে জন্যে পুকুর ও জলায়শের অবস্থান অনুসন্ধানপূর্বক কোন স্টেশনের ফায়ারম্যান কোথা থেকে পানি সংগ্রহ করবে তা এলাকাভিত্তিক জরিপের মাধ্যমে ম্যাপিং কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করে মাসিক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতিসমূহ ও আলোচনা :		
	প্রতিশ্রুতি-১ : মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর ও গাংনী উপজেলায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র স্থাপন। • পূর্তকাজ ৩৫% সম্পন্ন হয়েছে।	• মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর ফায়ার স্টেশন নির্মাণকাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও এখনো স্টেশনটি চালু করা সম্ভব হয়নি। প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ দ্রুত সম্পন্নপূর্বক চালু করার ব্যবস্থা করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-২: সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী, উপজেলায় অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র স্থাপন। • উক্ত জমিতে মহামান্য হাইকোর্টে ১৪৬/২০১৩ এফএম মামলা চলমান থাকায় হস্তান্তর কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট আদালতের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	• চৌহালী উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়; দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও এখনো স্টেশনটি চালু করা সম্ভব হয়নি। জড়িত মামলার কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা। প্রকল্প সময়ে নির্মাণকাজ সমাপ্তি সম্ভব হলে প্রয়োজনে বিকল্প জমি নির্বাচন করে এ উপজেলায় ১টি ফায়ার স্টেশন নির্মাণ করা ।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**

	প্রতিশ্রুতি-৩ : ত্রিশাল, গৌরিপুর ও নান্দাইল উপজেলায় স্টেশন স্থাপন। • গৌরিপুর উপজেলায় নির্মাণাধীন ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ৮০% সম্পন্ন হয়েছে।	**ত্রিশাল ও নান্দাইল - বাস্তবায়িত** • গৌরিপুর উপজেলার ফায়ার স্টেশনের নির্মাণকাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও এখনো স্টেশনটি চালু করা সম্ভব হয়নি। দ্রুত নির্মাণকাজ শেষ করে স্টেশনটি চালু করার ব্যবস্থা করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৪ : সুনামগঞ্জ জেলার সকল উপজেলায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র নির্মাণ। • ধর্মপাশার পূর্তকাজ ৮০% সম্পন্ন হয়েছে • দোয়ারাবাজার ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ৯০% সম্পন্ন । • তাহিরপুর ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ৮০% সম্পন্ন হয়েছে।	• সুনামগঞ্জ জেলার ফায়ার স্টেশনের নির্মাণকাজ সন্তোষজনক নয়। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও এখনো স্টেশনগুলো চালু করা সম্ভব হয়নি। এক্ষণে ধর্মপাশা, দোয়ারা বাজার ও তাহিরপুর উপজেলার ফায়ার স্টেশন নির্মাণের অবশিষ্ট কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে স্টেশনগুলো চালুর ব্যবস্থা করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৫ : বরগুনা জেলার যে সকল উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নেই সে সকল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন। • বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণের পূর্তকাজ ৯০% সম্পন্ন হয়েছে।	**বেতাগী ও বামনা-বাস্তবায়িত** • বরগুনা জেলার তালতলী ফায়ার স্টেশনের নির্মাণকাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও এখনো স্টেশনটি চালু করা সম্ভব হয়নি। এক্ষণে স্টেশনটির অবশিষ্ট নির্মাণকাজ দ্রুত সম্পন্ন করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৬ : চাঁদপুর জেলার যে সকল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নেই সেসব উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন। • ১৩.০২.২০২০ তারিখে গণপূর্ত বিভাগের নিকট জমি হস্তান্তর করা হয়েছে। টেন্ডার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। • বাস্তবায়নাধীন ২৫ প্রকল্পের আওতায় চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলায় ফায়ার স্টেশন স্থাপনের পূর্তকাজ ৫% সম্পন্ন হয়েছে।	• চাঁদপুর জেলার ফায়ার স্টেশনের নির্মাণকাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও এখনো স্টেশনটি চালু করা সম্ভব হয়নি। এক্ষণে চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণকাজ দ্রুত সম্পন্ন করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৭ : কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী (কর্তৃমারী), ভুরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ী, রাজারহাট ও রাজীবপুর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন প্রসঙ্গে। • রাজারহাট ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। • রাজিবপুর ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। • ফুলবাড়ী, ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। • ভুরুঙ্গামারী উপজেলায় ফায়ার স্টেশনের বিকল্প জমি অধিগ্রহণের জন্য ২৩.০৭.২০২০ তারিখে জেলা প্রশাসক কুড়িগ্রামের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।	• ফুলবাড়ী, রাজারহাট ও রাজিবপুর উপজেলায় ফায়ার স্টেশনসমূহের উদ্বোধনের জন্য দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করা;	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৮: টুঙ্গীপাড়া, কোটালীপাড়া, কাশিয়ানী ও মুকসুদপুর ফায়ার স্টেশন স্থাপন। • **টুঙ্গীপাড়া, কোটালীপাড়া, মকসুদপুর ফায়ার স্টেশন নির্মাণ-বাস্তবায়িত** • কাশিয়ানী ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ৯৫% সম্পন্ন হয়েছে।	• কাশিয়ানী ফায়ার স্টেশনের নির্মাণকাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও এখনো স্টেশনটি চালু করা সম্ভব হয়নি। এক্ষণে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণকাজ দ্রুত সম্পন্ন করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**

	প্রতিশ্রুতি-৯: নারায়ণগঞ্জ সদর ও বন্দর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশনগুলো আধুনিকীকরণ করা।	**বাস্তবায়িত**	
২.৪	**কারা অধিদপ্তর :** **২০.০১.১৯ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা:**		
	নির্দেশনা-১ : **কারাগারসমূহের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করাসহ বয়োবৃদ্ধ ও গুরুতর অসুস্থ কারাবন্দিকে কারামুক্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।** • ২১ জন বন্দির মুক্তির প্রস্তাব এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। • কেরাণীগঞ্জ মহিলা কারাগারের নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২৭.১২.২০২০ তারিখে ভিডিও কনফান্সের মাধ্যমে মহিলা কারাগারসহ কারা অধিদপ্তরের এলপিজি স্টেশন কেরাণীগঞ্জ উদ্বোধন করা হয়। • শীঘ্রই বন্দি হস্তান্তর করে কারাগারে প্রশাসনিক কার্যক্রম শুরু করা হবে। • নরসিংদী জেলা কারাগার প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়েছে। • সকল জরাজীর্ণ কারাগারকে সংস্কার/আধুনিকীকরণের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান ।	• বয়োবৃদ্ধ ও গুরুতর অসুস্থ কারাবন্দিকে কারামুক্তির বিষয়ে কনসেপ্ট পেপার/কৌশল পত্র প্রণয়ন কার্যক্রম সন্তোষজনক নয়। এ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা। • ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ-এর উদ্বোধনকৃত মহিলা কারাগারে মহিলা কারাবন্দি স্থানান্তর কার্যক্রমের আনষ্ঠানিকতা দ্রুত সম্পন্ন করে স্থানান্তর কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে শেষ করা • নরসিংদী জেলা কারাগার প্রকল্পের নির্মাণকাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা। • নরসিংদী জেলা কারাগার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প বাস্তবায়নে পরবর্তী কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা; • সকল জরাজীর্ণ কারাগারসমূহকে একসাথে করে এগুলো মেরামতের জন্য ১টি পৃথক প্রকল্প গ্রহণ করা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-২ : কারা অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। • ডিপিপি এ বিভাগ হতে ০৪.১১.২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।	• প্রত্যেক কারাগারে অন্তত ১টি করে অ্যাম্বুলেন্স-এর সংস্থান রাখা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৩ কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে। • ডিপিপি ১৮.০৩.২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের প্রেরণ করা হয়েছে। • ২৩.০৮.২০২০ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। • প্রকল্পের সমীক্ষা করার জন্য ফার্ম নির্বাচন করার লক্ষ্যে ২০.০৯.২০২০ তারিখে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে। ৪টি প্রতিষ্ঠান EOI জমা দিয়েছে। EOI মূল্যায়নের কার্যক্রম চলমান।	• দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও একাডেমি নির্মাণের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। এক্ষণে প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের ডিপিপির পুনর্গঠন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের ব্যবস্থা করা। • শীঘ্রই পিএসই সভার তারিখ নির্ধারণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৪ : কারা হাসপাতালসমূহে ডাক্তার নার্স ও প্যারামেডিক নিয়োগের জন্য পৃথক মেডিকেল ইউনিট গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রকল্প সৃজন ও নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। • এ বিভাগের Allocation of Business সংশোধনের জন্য অর্থ বিভাগের সম্মতি পাওয়া গেছে। সচিব কমিটির সভায় উত্থাপন ও অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। • কারাগারে বর্তমানে ১১৩ জন চিকিৎসক বিভিন্ন কারাগারে কর্মরত রয়েছেন।	• কারা হাসপাতালসমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার/নার্স নিয়োগের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা ।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**

২০.০১.১৯ তারিখের পূর্বের নির্দেশনাসমূহ :

নির্দেশনা-১ : বিভিন্ন মামলায় মৃত্যুদন্ড প্রদত্ত আদেশগুলো দ্রুত কার্যকর করতে উদ্যোগ নিতে হবে। প্রয়োজনে আলাদা সেল গঠন এবং আইন মন্ত্রণালয়ের সহায়তা গ্রহণ করা। • মৃত্যুদন্ডাদেশপ্রাপ্ত ১,৯৫৩ জন (০১.০১.২০২১)। এ বিষয়ে গঠিত কমিটির সদস্য সচিব কর্তৃক বিজ্ঞ এটর্নি জেনারেল-মহোদয়ের সাথে সাক্ষাৎ করা হয়েছে।	• দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও এ বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম সন্তোষজনক নয়। এক্ষণে উচ্চ আদালতে চলমান ডেথ রেফারেন্স এবং আপিল মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইন ও বিচার বিভাগের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান/কমিটি**
নির্দেশনা-২: কেরাণীগঞ্জে কেন্দ্রীয় কারাগার স্থানান্তরের পর পুরাতন কারাগারের বিদ্যমান জায়গায় শীঘ্রই নতুন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে। • কারিগরি ও আর্থিক প্রস্তাব গত ২৪.০৬.২০২০ তারিখে সিসিজিপি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। • পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে ২৮.০৭.২০২০ তারিখে চুক্তি সম্পাদন হয়েছে। কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক অতিশীঘ্রই কাজ শুরু হবে। • সে সকল জেলা কারাগারে ভার্চুয়াল কোর্ট স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য ১০.১১.২০২০ তারিখে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।	• পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়ন করা। • ভার্চুয়াল কোর্ট স্থাপনের জন্য কারা অধিদপ্তর থেকে প্রস্তাব প্রেরণ করা এবং নতুনভাবে নির্মিত সকল কারাগারে ভার্চুয়াল কোর্ট স্থাপন এর সংস্থান রাখা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান/প্রকল্প পরিচালক।**
নির্দেশনা-৩ : কারাবন্দিদের মধ্যে জঙ্গি সম্পৃক্ততা নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কারারক্ষীদের টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা। মোট কারারক্ষী: ৮,২৩২ / প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী: ৩,৮৫৩ / চলমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রম: ০০ / অবশিষ্ট: ৪,৩৭৯	• কারারক্ষিদের টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
নির্দেশনা-৪ : ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জায়গা হতে কম্বল কারখানা সরানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জায়গা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রাখতে হবে। • সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে সিভিল রুল নং ৫৪৬(কন)/২০১৮ দায়ের করা হয়েছে। • ২৬.০৮.২০১৯ তারিখে হাইকোর্টে ২৭ নম্বর কোর্ট নিম্ন আদালতের রায়ের সকল কার্যক্রম ৬ মাসের জন্য স্থগিতাদেশ প্রদান করেন । • .১১.২০২০ ও ১১.১১.২০২০ তারিখে উক্ত মামলার শুনানি গ্রহণ করা হয়েছে। মহামান্য আদালত ১৮.১১.২০২০ তারিখে সরকারের পক্ষে মামলার রায় প্রদান করেন। মামলার কপি পাওয়া যায়নি। রায়ের সার্টিফাইড কপি ১২.০১.২০২১ তারিখে এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	• মামলা কার্যক্রম যথাযথভাবে মনিটর করা, তদবিরের অভাবে মামলার যেন কোন ক্ষতি না হয় সে জন্য মনিটরিং/নজরদারি অব্যাহত রাখা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**

প্রতিশ্রুতিসমূহ :

প্রতিশ্রুতি-১ : বন্দিদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে মজুরি প্রদানের ব্যবস্থা করা (বাস্তবায়িত।) • ৫০% লভ্যাংশ প্রদানের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন কার্যক্রম এখনো সম্পন্ন করা হয়নি।	• দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও নীতিমালা প্রণয়ন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম সন্তোষজনক নয়। বন্দিদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে ৫০% লভ্যাংশ প্রদানের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন দ্রুত সম্পন্ন করা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**

	• ২৮টি কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগারে সংশ্লিষ্ট কয়েদি বন্দিদের পারিশ্রমিক প্রদান করা হচ্ছে। • ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত ২৭ হাজার ৬০৬ জনকে ৭৭ লক্ষ ৩৫ হাজার ১৭৬ টাকা দেওয়া হয়েছে।	• যে এলাকায় যে ধরণের শিল্পের বিকাশ সে ধরণের পণ্য উৎপাদন করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা।	
	প্রতিশ্রুতি-২ : কারা কর্মচারীদের ছেলে-মেয়েদের জন্য স্কুল বাস প্রদান করা হবে, প্রয়োজনে নতুন স্কুল নির্মাণ। • 'ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ' প্রকল্পে ০২টি স্কুল বাস অন্তর্ভূক্ত করে ডিপিপি সংশোধন করা হয়েছে। গাড়ি ক্রয়ের লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়া গেছে। ইতোমধ্যে নির্বাচিত ঠিকাদারকে NOA প্রদান করা হয়েছে। শীঘ্রই গাড়ি সরবরাহ পাওয়া যাবে।	**বাস্তবায়িত**	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৩: সার্বিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে কারাগারের কর্মকর্তা সংখ্যাসহ কারা বিভাগের জনবল বৃদ্ধিকরণ। • ২৭.১২.২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার উদ্বোধন করা হয়েছে। উক্ত কারাগারের কার্যক্রম শুরু করার নিমিত্তে প্রস্তাবিত জনবল, সরঞ্জাম ও যানবাহন অনুমোদনসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত কেন্দ্রীয় কারাগারের পদ সৃজনের বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (কারা অনুবিভাগ)-এর সভাপতিত্বে ১৭.০১.২০২১ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।	• দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও এ বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম সন্তোষজনক নয়। এক্ষণে কারা অধিদপ্তরের সমস্ত নিয়োগবিধি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) একীভূত করে নিয়োগ বিধিমালা চূড়ান্তপূর্বক এ বিভাগে প্রেরণ করা;	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৪ : কেরাণীগঞ্জে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সর্বসাধারণের জন্য ২০০-২৫০ শয্যার হাসপাতাল স্থাপন। • মেডিকেল ইকুইপমেন্টসহ অন্যান্য ইকুইপমেন্ট যাচাই করার জন্য ০৯.০৯.২০২০ তারিখে কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে। • প্রকল্পের সমীক্ষা কাজে ফার্ম নির্বাচন করার লক্ষ্যে ২০.০৯.২০২০ তারিখে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে। ৪টি প্রতিষ্ঠান EOI জমা দিয়েছে। EOI মূল্যায়নের কার্যক্রম চলমান।	• ২০০-২৫০ শয্যার হাসপাতাল নির্মাণের লক্ষ্যে যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৫ : কারারক্ষীদের বিশেষ করে মহিলা কারারক্ষীদের থাকার ভাল ব্যবস্থা করতে হবে। • মহিলা কারারক্ষীদের আবাসন সুবিধা নিশ্চিতকল্পে 'মহিলা কারারক্ষীদের জন্য আবাসন নির্মাণ' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০১৯-এ সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৪০টি কারাগারে মহিলা কারারক্ষীদের জন্য ৩৯৯টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে।	**বাস্তবায়িত**	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৬ : কারাগারকে বন্দিশালা নয় শোধনাগারে পরিবর্তন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। • মোবাইল ব্যবহার বন্ধ করার জন্য ১২.০১.২০২১ তারিখে সকল কারা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং ফলোআপ করা হচ্ছে।	• কারাগারকে বন্দিশালা নয় সংশোধনাগারে রুপান্তর করার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা: • কারাগারকে মাদকমুক্ত করতে কারাগারে যেন কোনভাবেই মাদক প্রবেশ করতে না পারে সে বিষয়ে সক্রিয় পদক্ষেপ নেয়া, ডিজি, ডিএনসি-এর সহায়তা গ্রহণ করা এবং মাদকাসক্ত বন্দিদের জন্য	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**

		মাদকবিরোধী উদ্‌বুদ্ধকরণ কর্মসূচির আয়োজন অব্যাহত রাখা; • কারাগারগুলোতে বন্দিদের মোবাইল ব্যবহার বন্ধ নিশ্চিত করা;	
	প্রতিশ্রুতি-৭ : বন্দিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হবে। • দেশের ২৮টি কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগারে জানুয়ারি, ২০২০ থেকে নভেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত মোট ৬ হাজার ১৯৩ জন বন্দিকে ৩৮টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	• কারাগারে আটক বন্দিদেরকে কম্পিউটারসহ বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৮: কারাগারে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ করা হবে। • প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। • কারা নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের জন্য অবশিষ্ট ৫টি বিভাগে (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগে) নতুন ১টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম এখনো সম্পন্ন হয়নি।	**আংশিক বাস্তবায়িত।** • কারা নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের জন্য ৫টি (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট) বিভাগে গৃহীত প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত সম্পন্ন করা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৯ : কারা কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দূরীকরণে মর্যাদার সামঞ্জস্য খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। • কারা অধিদপ্তরের নতুন নিয়োগ বিধিমালা ২০১৯ প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাব পর্যালোচনার জন্য ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।	• কারা অধিদপ্তরের সমস্ত নিয়োগবিধি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) একীভূত করে নিয়োগ বিধিমালা চূড়ান্তপূর্বক এ বিভাগে প্রেরণ করা;	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-১০ : বর্তমানে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার জুন ২০১৫ এর মধ্যে কেরাণীগঞ্জে স্থানান্তর এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর জনগণের জন্য উন্মুক্তকরণ এবং জনসাধারণের জন্য মনোরম পার্ক নির্মাণ এবং কারা কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের কল্যাণে বহুতল পার্কিং সিনেপ্লেক্স, ফুডকোর্ট, সুইমিংপুল, ফিটনেস সেন্টার, কনভেনশন সেন্টার সুবিধাসহ কারাকল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ। • ''ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ (৩য় সংশোধন)' শীর্ষক প্রকল্পটি মার্চ ২০২০ এ সমাপ্ত হয়েছে।	• 'ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ (৩য় সংশোধন)' শীর্ষক প্রকল্পটির নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা;	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-১১ : কারাগারে বন্দিদের আত্মীয় স্বজনের সাথে টেলিফোনে কথা বলার জন্য প্রিজন লিংক স্থাপন করা। • পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন করে প্রেরণের জন্য ১৮.০৮.২০২০ তারিখে কারা অধিদপ্তরে পত্র দেয়া হয়েছে। • স্বজন লিংকে ভিডিও কনফারেন্স-এর সুবিধা রাখা হয়েছে। এ সংক্রান্ত নীতিমালা এখনো চূড়ান্ত করা সম্ভব হয়নি।	• কারাগারে বন্দিদের আত্মীয় স্বজনের সাথে টেলিফোনে কথা বলার জন্য প্রিজন লিংক স্থাপন বিষয়ে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও গৃহীত কার্যক্রম সন্তোষজনক নয়। দেশের সকল কারাগারে প্রিজন লিংক স্থাপনের প্রকল্প কার্যক্রম দ্রুত শুরু করা। • প্রিজন লিংক-এর সাথে ভিডিও কনফারেন্স এর সুবিধা রাখার বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে সমন্বয়সভাকে অবহিত করা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
২.৫	**ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর :** **২০.০১.১৯ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা:**		
	নির্দেশনা-১ : ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় নির্মাণ করা হবে। ই-পাসপোর্ট ও ই-গেইট কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। ই-ভিসা এবং ই-ট্রাভেল পারমিট (ই-টিপি) চালু করা হবে। •৩টি আন্তর্জাতিক বিমনি বন্দর ও ২টি স্থলবন্দরে মোট ৫০টি ই-গেট স্থাপনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ১৫টি ই-গেট	•ই-ভিসা এবং ই-ট্রাভেল পারমিট (ই-টিপি) সংক্রান্ত প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন এখনো সম্পন্ন হয়নি। এ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা; •ভূ-গর্ভস্থ্য বৈদ্যুতিক ৮০০ কেভিএ ক্যাবল স্থাপনের জন্য খননের অনুমতি প্রদানের বিষয়ে রাজউক-এর সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ করা। •e-Gate Software Installation-এর অবশিষ্ট	**মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/নিরাপত্তা ও বহিরাগমন অনুবিভাগ প্রধান।**

	স্থাপন করা হয়েছে। •৬৪টি বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পাসপোর্ট ও ভিসা অফিসে ই-পাসপোর্ট ইস্যু কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। •ই-ভিসা ই পাসপোর্ট এর অবকাঠামো ব্যবহার করে ই-টিপি চালুকরণের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়নি। এ বিভাগ কর্তৃক Technical Committee গঠন করা হয়েছে। •প্রধান কার্যালয়ের জন্য ১৭.১১.২০২০ তারিখে শেরেবাংলা নগরের এফ-১৪বি নং প্লটে ১০ কাঠা জমি ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ১০ কাঠা জমি চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল হওয়ায় বরাদ্দ পুনবিবেচনার জন্য এ বিভাগে ২৬.১১.২০২০ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা। •২২.০১.২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ই-পাসপোর্ট চালু করা হয়। ইতোমধ্যে দেশের সকল বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে ই-পাসপোর্ট চালু করা হয়েছে। বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসী শ্রমিক ও বাংলাদেশ প্রবাসীদের জন্য ই-পাসপোর্ট চালুর বিষয়ে দ্রুত যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।কোন কোন দেশে ই-পাসপোর্ট চালু করা যায় সে সংক্রান্ত (কমপক্ষে ১০টি) দেশের তালিকা প্রণয়ন করা এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে বর্ণিত দেশগুলোতে ই-পাসপোর্ট ইস্যু করার লক্ষ্যে যন্ত্রপাতি স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	
	নির্দেশনা-২ : পিএসসির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মচারীদের কর্মস্থলে পদায়নের পূর্বে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করতে হবে। • কর্মচারীদের কর্মস্থলে পদায়নের পূর্বে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম চলমান।	**বাস্তবায়িত**	---
	নির্দেশনা-৩ : ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে। •জমি বরাদ্দের প্রস্তাবটি রাজউকের বিবেচনাধীন রয়েছে। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের পুনর্গঠন কার্যক্রম এখনো সম্পন্ন হয়নি।	•ডিআইপি-এর জন্য প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণকল্পে যৌথভাবে জমি অনুসন্ধান করা; •প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের জন্য ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা।	**মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/নিরাপত্তা ও বহিরাগমন অনুবিভাগ প্রধান।**
	ইতিপূর্বে প্রদত্ত নির্দেশনা :		
	নির্দেশনা-১ : নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এমআরপি প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে।	**বাস্তবায়িত**	---
	নির্দেশনা-২ : ইংল্যান্ড, ইতালি, সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে কূটনৈতিক ব্যাগের মাধ্যমে এমআরপি প্রেরণ করার কথা বলা হলেও পৌঁছাতে দেরি হওয়ার কারণ কি তা পরীক্ষা করে জরুরিভিত্তিতে সমস্যার সমাধান করতে হবে। উল্লিখিত দেশসমূহে পর্যাপ্ত জনবল ও অধিক সংখ্যক প্রিন্টার মেশিন সরবরাহ করতে হবে।	**বাস্তবায়িত**	---
	নির্দেশনা-৩ : প্রক্রিয়াধীন ৮টি দেশে ১০টি অফিসের জন্য কর্মকর্তা নিয়োগের প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। অপর প্রস্তাবিত দেশগুলোর মধ্যে থেকে আপাতত ইউকে, ইউএসএ এবং ইইউভুক্ত যে কোন একটি দেশে পাসপোর্ট অফিস খোলা এবং কর্মকর্তা নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।	**বাস্তবায়িত**	---
	নির্দেশনা-৪ : সারাদেশে এবং বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে MRP এবং MRV বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে। ১৯টি বাংলাদেশ মিশনের মধ্যে ১০টি মিশনে পাসপোর্ট ও ভিসা কার্যক্রমের জন্য ১ম শ্রেণির ১০টি পদ সৃজন করা হবে।	**বাস্তবায়িত**	---

৩। তিনি অধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের সৃজনশীল কর্ম, মেধা, মননশীলতা ও উদ্ভাবনী প্রয়াসকে কাজে লাগিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন বলে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২/৭/২১

(মোঃ শহিদুজ্জামান)
সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়